



14217 - হজ্জের মাঝখানে যে নারীর হায়ে হয়েছিল এবং তিনি অপেক্ষা করতে পারছেন না

প্রশ্ন

এক নারী হজ্জ করতে এসেছেন। হজ্জের ইহরাম করার পর তার তার হায়ে শুরু হয়েছে। তার সাথে মাহরামকে তাৎক্ষণিকভাবে দেশে ফিরিয়ে যত্নে হচ্ছে। মক্কাত্তে সেই নারীর আত্মীয় কটে নহে। এখন হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সহে নারী তার মাহরামের সাথে সফর করবনে এবং ইহরাম অবস্থায় থাকবনে। এরপর যখন পবত্র হবনে তখন মক্কাত্তে ফেরত আসবনে। এটি প্রয়োজ্য যদি এই নারী হারামাইনের দেশে অধবাসী হন। কনেনা তার জন্য ফেরত আসা সহজ। এতে তমেন কোন কষ্ট নহে, পাসপোর্ট ও ইত্যাদির প্রয়োজন নহে। আর যদি তিনি দেশী নারী হন এবং ফেরত আসা তার জন্য কষ্টকর হয় তাহলে তিনি প্যাড পরিধান করবনে (অর্থাৎ তার লজ্জাস্থানের উপর কোন একটা কাপড় বঁধে নবনে যাত্তে করে রক্ত ঝরে মসজিদ দুষ্টি না হয়) এবং তাওয়াফ-সাই সম্পন্ন করবনে। মাথার চুল ছোট করবনে। এভাবে সহে সফরহে তার উমরা সম্পত্ত হয় যাবে। কনেনা সক্ষেত্রে তার তাওয়াফ করাটা একটা জরুরী অবস্থা। জরুরী অবস্থায় হারাম বিষয় বধে হয়ে যায়।

আর বদায়ী তাওয়াফ করা তার জন্য আবশ্যকীয় নয়। কনেনা হায়েগ্রস্ত নারীর উপর বদায়ী তাওয়াফ আবশ্যকীয় নয়। দলিল হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস: তিনি মানুষকে নির্দেশে দিয়েছেন যাত্তে করে তাদরে সর্বশেষে কর্ম হয় বায়তুল্লাহর সাথে। তবে তিনি হায়েগ্রস্ত নারীর জন্য শথিলি করেছেন।”

এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন জানানো হয়েছিল য়ে, সাফিয়্যা (রাঃ) ফরয তাওয়াফ সম্পন্ন করেছেন তখন তিনি বলছেন: “তাহলে সে সফর করুক”। এর থেকে প্রমাণতি হয় য়ে, হায়েগ্রস্ত নারীর উপর থেকে বদায়ী তাওয়াফ মওকুফ হয়ে যায়। কনিত্তু ফরয তাওয়াফ অবশ্যই করতে হবে।

দখুন শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহি আল-উছাইমীনের ফতোয়া, হায়ে বিষয়ক ৬০ নং প্রশ্ন